সংবাদ

তারিখ 03 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের বিক্ষোভ : উপাচার্যকে কক্ষে তালা ঝুলিয়ে অবরুদ্ধ

শেষ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে নয়া সিদ্ধান্ত বাতিল হলো

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

উপাচার্যকে তার কক্ষে আটকে রেখে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ছাত্রলীগের অব্যাহত বিক্ষোভের মুখে অবশেষে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে নয়া নীতিমালা গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলো বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। গতকাল দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার সিন্ডিকেট সভায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে আগের নিয়মই বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে এ সংক্রান্ত খবর শনিবার দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৬ দশমিক ৫ এর স্থলে জিপিএ ৮ দশমিক ৫ না পেলে সে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেও শিক্ষক হবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আর এ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার কথা ছিল।

এদিকে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ- একজন শিক্ষার্থী যদি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গড়ে জিপিএ ৬ দশমিক ৫ পায় তাহলেই সে ভর্তি হবার আবেদন করতে পারবে। আর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সে ভর্তিও হতে পারবে। সেই শিক্ষার্থী যদি ওই নম্বর পেয়ে ভর্তি হতে পারে তাহলে কেন সে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারবে না। শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কাউন্সিলের এ অমানবিক সিদ্ধান্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের দাবি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষক হতে না পারে সে জন্য পরিকল্পিতভাবে অন্যায় শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে সিন্ডিকেট সভা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। শনিবার সকাল থেকে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবী তার কার্যালয়ে আসলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তার কক্ষে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিলে তিনি তার কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে সিন্ডিকেট সদস্যরা একে একে সভাস্থলে আসলে তারাও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহাম্মেদ সিন্ডিকেট সদস্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য শরীফ এনামুল হক, দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুহুল আমিন, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আহাম্মদ আলীসহ অন্যান্য সদস্যরা তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে নতুন নিয়ম অনুমোদন না দিয়ে আগের নিয়মে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। পরে আড়াই ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর উপাচার্যের কক্ষের তালা খুলে দেয় ছাত্রলীগ। পরে সিন্ডিকেট সভায় আগের নিয়মে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি বহাল থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন সংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী জানান। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মেহেদী হাসান শিশির, সাধার সম্পাদক মাহমুদ হাসান সাংবাদিকদের জানান, বর্তমান উপাচার্য চান না এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক হিসেবে তাদের কেরিয়ার ডেভেলপ করুক। সে কারণে ভর্তির সময় এক ধরনের নিয়ম আবার শিক্ষক নিয়োগে আর এক নিয়ম গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোন অবস্থাতেই এ গণবিরোধী নির্দেশনা মানবে না বলেই আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়। তারা বলেন, সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্যরাও তাদের দাবির প্রতি একমত প্রকাশ করে বলেছেন, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নিয়মে চলবে, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা কোন নিয়ম করা তারাও সমর্থন করেন না। ফলে আগের নিয়ম বহাল থাকায় তাদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।